



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 247 - 255

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ময়ূখ চৌধুরী : বাংলা কথাসাহিত্য ও কমিকসে স্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান

সঞ্চিতা চক্রবর্তী

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ঢাকা সরকারি মহাবিদ্যালয়

Email ID: chakrabortysanchita1984@gmail.com

ID 0009-0000-4007-4766

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

adolescent
literature,
historical novels,
hunting stories,
rebellion,
particularity,
forest tales,
adventure
narratives, epic
scope, war,
exceptional skill,
distinctiveness.

Abstract

Mayukh Chowdhury (1926-1996) was a renowned comics and fiction writer of Bengali adolescent literature. Being a part of the golden age of 'Sandesh' Patrika (edited by Satyajit Roy) and 'Kishor Bharati' (edited by Dinesh Chandra Chattopadhyay) he created a new era in Bengali Comics Literature. Besides this, he has written various fictions - Adventures, Historical novels and his signature Hunting stories. Mayukh Chowdhury's world was very fascinating - full of jungle stories, the characters of his fiction was very brave and rebellion-- most of them were wild animal. Overall, his writings were very different - both in form and content.

In this short dissertation, there is a search of the particularity, excellence and value of his work. Both content and form have been discussed in this dissertation. At the same time, a comprehensive overview of his vast body of work has also been provided. The first section introduces his diverse body of fiction - encompassing Hunting and Forest Tales, Historical Novels and distinctive Adventure narratives. The second part discusses the characteristics of the writing and illustration of his comics. Much like his fiction, Mayukh Chowdhury's comics also display an epic scope. Wild animals, in particular, appear in his comics with their peculiar psychological emotions. There is always a presence of a unique kind of love in Chowdhury's stories. Yet, themes of mistrust, inhumanity, war and hatred frequently appeared in his fiction and comics. He also made the Ishwar Chandra Vidyasagar's struggle-full life the subject of comics illustration.

Despite his distinctiveness, Mayukh Chowdhury has not been studies extensively. His writings have not received much critical attention, largely because they stand apart from the mainstream social discourse of Bengal. Yet, distinguished by his exceptional skill in both composition and illustration, Chowdhury represents a significant chapter in literally landscape. This dissertation has been written to explore that very distinctiveness.

Discussion

আনুমানিক ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে ময়ূখ চৌধুরী (১৯২৬-১৯৯৬) ছোটোদের পত্রিকা ‘শুকতারা’-য় নিয়মিত শিকারের গল্প লেখা শুরু করেন।^১ এর আগে তিনি শুকতারা এবং সমসাময়িক অন্য বেশ কিছু পত্রিকার আলংকারিক হিসেবে কাজ করতেন। প্রধানত ময়ূখ চৌধুরী ছিলেন চিত্রকর। ‘শুকতারা’ এবং ‘কিশোর ভারতী’-র পাতায় তাঁর অলংকরণেরই মুখ্য ভূমিকা ছিল। অ্যাডভেঞ্চার, রহস্যরোমাঞ্চ; বিশেষত জানোয়ারের কাহিনি বা শিকারকাহিনিতে ময়ূখ চৌধুরীর অলংকরণ ছিল একক এবং অদ্বিতীয়। যে সময় ময়ূখ চৌধুরী স্বয়ং কমিকস লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেননি সেই সময়েও ব্যাপক অলংকরণ করেছেন শিকারকাহিনির ও অ্যাকশনের। অ্যাকশন এবং জানোয়ারের পেশী সঞ্চালনের প্রধান জ্ঞান ময়ূখ চৌধুরী লাভ করেছিলেন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পত্রিকা এবং গ্রন্থে উপস্থাপিত রহস্যরোমাঞ্চ ও শিকারকাহিনিকে অবলম্বন করেই।

কিশোর কথাসাহিত্য এবং কমিকস রচনায় ময়ূখ চৌধুরীর যে বিশাল ব্যাপ্তি তা এখনও পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। কারণ, অলংকরণের সময় তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেছেন। কথাসাহিত্য লেখার সময় ময়ূখ চৌধুরী নামে লিখেছেন। কমিকস রচনায় প্রায়শই নামের ব্যবহার করেননি। ময়ূখ চৌধুরী পেশাদার লেখক ছিলেন। তাই চলতি ধারাবাহিকে অনেক সময়েই তাঁর নাম পত্রিকা ব্যবহার করেনি। সবমিলিয়ে ময়ূখ চৌধুরীর সামগ্রিক কাজের অনেকখানি জানার বাইরে থেকে গেছে।

ময়ূখ চৌধুরীর লেখক জীবনের মতো তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও রহস্যাবৃত। ১৯২৬-এ ভবানীপুরে তাঁর জন্ম হয়। মতান্তরে কৈশোরকালে বাংলাদেশ থেকে তিনি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। পিতার নাম প্রফুল্ল রায়। ময়ূখ চৌধুরীর পিতৃ-প্রদত্ত নাম ছিল শক্তিপ্রসাদ রায় বা শক্তিপ্রসাদ রায়চৌধুরী।^২ প্রসাদ রায় নামে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি ইলাস্ট্রেশন করতেন। কমিকস রচনার সময় আরো তিনটি নাম ব্যবহার করেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী - সূত্রধর গুপ্ত, আত্মনাম গুপ্ত ও রাজা রায়। এছাড়া আরণ্যক এবং আলোক চৌধুরী নামেও তাঁর লেখা কিছু কমিকস ছিল। কথাসাহিত্য রচনার শুরু থেকে ছদ্মনাম ময়ূখ চৌধুরী নিয়েই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। কমিকস রচনা শুরু করার অল্প পরে প্রসাদ রায় নামটি ত্যাগ করে ছোটোদের কমিকসেও ময়ূখ চৌধুরী নামেই লিখেছিলেন। তাঁর অপরাপর ছদ্মনামগুলি নবকল্লোল প্রভৃতি পত্রিকায় বড়দের কমিকস লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত একই সময়ে একই কমিকস রচয়িতার একাধিক পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করার অসুবিধার কারণে এই বিভিন্ন নামগুলি পত্রিকা ব্যবহার করত।

ময়ূখ চৌধুরী বড়দের জন্য কমিকস লিখলেও কথাসাহিত্য শুধু ছোটোদের জন্যই রচনা করেছিলেন। ‘সন্দেশ’ পত্রিকার ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা থেকে কথাসাহিত্যিক হিসেবে ময়ূখ চৌধুরীর আত্মপ্রকাশ। প্রথম গল্প ‘মরণ খেলার খেলোয়াড়’।^৩ এরপর ‘শুকতারা’-র ১৩৭৫-এর ফাল্গুন সংখ্যায় ‘গল্পের চেয়ে ভয়ংকর’ নামে তিনি একটি সিরিজ শুরু করেন যা ছিল শিকারকাহিনি এবং দেশ-বিদেশের জানোয়ারদের অজ্ঞাত ঘটনা নিয়ে লেখা। ‘বাঘিনী’, ‘মাসাই’, ‘অগ্নিপরীক্ষা’, ‘সবজাতার শাস্তি’, ‘টারজানের প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘জনতার প্রতিনিধি’, ‘অসুর বনাম মহিষাসুর’, ‘মরণ ফাঁদ’ প্রভৃতি গল্পগুলি এই সিরিজে লিখেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। এই সিরিজটি এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে সমসাময়িক পত্রিকা ‘কিশোর ভারতী’-তেও ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ থেকে গল্প লিখতে শুরু করেন ময়ূখ চৌধুরী। ‘দুঃস্বপ্নের রাত’, ‘দ্বৈরথ’, ‘অস্ট্রেলিয়ার লাল আতঙ্ক’, ‘শয়তানের ফাঁদ’, ‘নরখাদক দেবতা’, ‘শক্র’, ‘প্রতিহিংসা’ প্রভৃতি গল্প তিনি লিখেছিলেন ‘কিশোর ভারতী’ পত্রিকায়।^৪ ‘সন্দেশ’, ‘শুকতারা’, ‘কিশোর ভারতী’-র ধারাবাহিক এবং পূজাবার্ষিকীর লেখক হিসেবে ময়ূখ চৌধুরীর অবস্থান এই সময় থেকে অমোঘ হয়ে পড়ে। যদিও পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ময়ূখ চৌধুরী জনপ্রিয় কিশোর সাহিত্যের বলয় থেকে দূরে অন্ধকারে থেকে গিয়েছিলেন তবুও পত্রিকাগুলিতে তাঁর লেখা প্রকাশের প্রাচুর্য থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সমসময়ে ময়ূখ চৌধুরীর কলম অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল কিশোর পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে।

ময়ূখ চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল ‘কায়না’ (১৯৮৭), ‘দেবীদর্শন’ (১৯৯১), ‘রাত্রির সন্তান’ (১৩৯৪), ‘মৃত্যুপুরীর অতিথি’ (১৩৭৪), ‘অরণ্য যখন ডাকে’ (অজ্ঞাত), ‘সংখ্যার নাম চার’ (১৩৮৪), ‘অধ্যাপক ত্রিবেদীর বিচিত্র কীর্তি’ (১৩৮৪), ‘একদা আর্ঘ্যবর্তে’, ‘শায়ক’, ‘শেরউড বনের পলাতক’, ‘তাইগররো’, ‘পলাতক গুন্ডা’, ‘শ্বাপদ ও দ্বিপদ’, ‘বনের

ছেলে টারজান', 'জঙ্গল বুক' প্রভৃতি। এর মধ্যে টারজান এডগার রাইস বারোজের 'টারজান'^৮ উপন্যাস অবলম্বনে লেখা। 'জঙ্গল বুক' রুডিয়র্ড কিপলিং-এর উপন্যাসের অনুবাদ।^৯

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল - 'মরণ খেলার খেলোয়াড়', 'আত্মা ও দুরাত্মা', 'নিশানা নির্ভুল', 'কারাটে মৃত্যুবাহী', 'জেহাদ', 'আঁধার রাতের পথিক', 'নরকের গ্রহরী', 'দ্বীপ', 'সীমান্তের বিভীষিকা', 'পাঠান মুলুকের বাঘ', 'ভাসমান চিড়িয়াখানা', 'বিভীষিকার দ্বীপ', 'উদভ্রান্ত শিকারী', 'গ্লাডিয়েটরের মৃত্যু নেই', 'আফ্রিকার কেপ বাফেলো', 'নয়টি ছুরির মালিক', 'যুগে যুগে দ্বৈরথ', 'পশুরাজের বিদ্রোহী প্রজা', 'একটি নায়কের কাহিনী', 'দুর্যোধনের গদা' প্রভৃতি।

১৯৬২-তে সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ময়ূখ চৌধুরীর প্রথম কমিকস 'ঋণশোধ'।^{১০} এই প্রথম চিত্রকাহিনি এবং দ্বিতীয় চিত্রকাহিনি 'পেঙ্কা'-তে তিনি প্রসাদ রায় নামই ব্যবহার করেছিলেন। এরপর থেকে ময়ূখ চৌধুরী নামেই তাঁর কমিকস প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে আছে 'ছদ্মবেশী', 'দুরন্ত কাহিনী', 'পেঙ্কা', 'বনবাসী বন্ধু', 'মবোগো', 'নায়কের মৃত্যু', 'বঙ্গদেশের রঙ্গ', 'রূপকথা নয়', 'শয়তানের দ্বীপ', 'রক্তাক্ত মানচিত্র', 'সিংহের শত্রু', 'প্রান্তরে মৃত্যুর হানা', 'মহাকালের মন্দির', 'রক্তমাখা চাঁদ', 'ফাঁদ', 'ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদীর বিচিত্র কীর্তি', 'ইতিহাসে অস্ত্র', 'যাত্রী', 'যুগযুগান্তের যাত্রী', 'ইতিহাসে পলাতক', 'মৃত্যুহীন প্রাণ', 'সংখ্যার নাম চার' এবং চন্দ্রগুপ্ত, রবিনহুড ও রুদ্ৰদমনকে নিয়ে লেখা অসংখ্য চিত্রকাহিনি।

শিকারকাহিনি এবং জানোয়ারের গল্পেই কথাসাহিত্যিক ময়ূখ চৌধুরীর অনন্যতা। ময়ূখ চৌধুরীর সমসাময়িক কালে বাংলা কিশোরসাহিত্যে শিকারকাহিনি তেমন ভাবে ছিলই না। সত্তরের দশক থেকে বুদ্ধদেব গুহ ঋজুদার অরণ্য-ভ্রমণকাহিনী লিখতে শুরু করলেও তা দুঃসাহসিক অভিযানকাহিনি অর্থাৎ চিরাচরিত অ্যাডভেঞ্চার হয়েই রয়ে গেছে। অরণ্য এবং পশু, শিকার এবং শিকারি সেখানে মূল চরিত্র হয়ে ওঠেনি। অথচ, অরণ্য এবং শিকার পাশ্চাত্যে কিশোর সাহিত্যের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক থেকে পাশ্চাত্য কমিকস সাহিত্যে জঙ্গল এবং শিকারের বিচিত্র কাহিনি উঠে আসতে দেখা যায়। এর মধ্যে টারজান এবং রবিনহুড অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যেও যখন অলংকরণের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, তখন ময়ূখ চৌধুরী অরণ্য অঞ্চল এবং শিকারকাহিনিকে কমিকসের বিষয় হিসেবে নির্বাচনের কথা ভেবেছিলেন। চিত্রকর এবং আলংকারিক হিসেবে স্বাভাবিকভাবে এবিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। কথাসাহিত্যেও প্রথম থেকেই এই বিষয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

ময়ূখ চৌধুরীর অরণ্য এবং শিকারকাহিনির পটভূমি বিচিত্র। আফ্রিকা, আমাজন, ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রদেশ তাঁর কাহিনির প্রেক্ষাপট হয়ে এসেছে। অরণ্যের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনা ছাড়াও আরণ্যক মানুষের বিচিত্র জীবন ময়ূখ চৌধুরীর রচনার অন্যতম বিষয়। অরণ্যের জীবন যে কঠিন ও বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায়; তার সংকট ময়ূখ চৌধুরীর কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে। 'বাঘিনী', 'মরণ খেলার খেলোয়াড়', 'অসুর বনাম মহিষাসুর', 'আত্মা ও দুরাত্মা', 'জেহাদ' প্রভৃতি গল্পে জন্তুর সঙ্গে অরণ্যের মানুষদের সহাবস্থান এবং সংঘর্ষের কাহিনি আছে।

শিকারীদের জীবনের বিচিত্র কাহিনিও ময়ূখ চৌধুরী উপস্থাপিত করেছেন। এর মধ্যে অনেকগুলি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত। যেমন- 'তাইগররো' উপন্যাসে দক্ষিণ আমেরিকার জাণ্ডার শিকারি সাশা সিমেলের ঘটনাবল্ল জীবনকাহিনিকে তিনি রূপ দিয়েছেন। ময়ূখ চৌধুরীর এই কাহিনিগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের কোনো শেষ নেই। যেমন - 'কায়না' ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত একটি রহস্য-উপন্যাস, যা আফ্রিকার রহস্যময় রোডেশিয়া অঞ্চলের ওপর আধারিত হয়েছে। 'কায়না' শব্দের অর্থ যাতনাদায়ক মৃত্যুগহ্বর। উত্তর-রোডেশিয়ায় অজানা রহস্যের সন্ধানে গিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কমান্ডার আন্তিলিও গান্টি এবং তাঁর সঙ্গী বিল ও প্রফেসর আবিষ্কার করেছিলেন যে, কিছু অদ্ভুত মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই নাম এবং স্থানীয় মাঘোয়া আদিবাসীরা এই নামটিকে ভয় পায়। কায়নার রহস্য ভেদ করার জন্য একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আন্তিলিও গান্টি। সম্মুখীন হয়েছেন কখনো কখনো লেপার্ড, কখনো পাইথন, কখনো বিষধর কেউটে প্রজাতির সাপের। রহস্যের পরতে পরতে জড়ানো এই উপন্যাসের শেষে 'কায়না'-র গোপন কথা যখন প্রকাশ্য হয়েছে তখন উপন্যাসটি একটি অভিনব মাত্রা পায়। মাঘোয়া আদিবাসীদের শাস্তির ফাঁদ ছিল কায়না। আশি ফুট গভীর এই গহ্বর ছিল বিষধর সর্পের আস্তানা যেখানে ক্ষমতাসীন মাঘোয়ারা তাদের বিরাগভাজনদের নিক্ষেপ করতেন। মাঘোয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে

পড়া আতঙ্ক কোনো প্রাকৃতিক অথবা বন্য জন্তুর কারণে নয়, ক্ষমতাসীন সর্দারদের সম্পর্কেই ছিল তাদের অবরুদ্ধ ভয়। ময়ূখ চৌধুরী আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে পৃথিবীর সব থেকে হিংস্র প্রাণী মানুষের নৃশংসতার রহস্য ভেদ করেছেন এই উপন্যাসে। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট যে বিভীষিকা আভিলিও গান্ভির সামনে উন্মোচিত হয়েছে তা লেপার্ড, পাইথন এবং কেউটেরাও সৃষ্টি করতে পারেনি। আফ্রিকার বৃকে এইরকম ছয়টি রহস্যময় গল্প নিয়েই ‘কায়না’।

বিচিত্র আতঙ্কজনক জানোয়ার এবং তাদের স্বভাব নিয়ে রচিত হয়েছে ময়ূখ চৌধুরীর কতগুলি অনবদ্য কাহিনি। আফ্রিকার বনরাজ্যের জীবন্ত বিভীষিকা কেপ বাফেলোকে নিয়ে লেখা ‘অসুর বনাম মহিষাসুর’, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যামেরুন প্রদেশে মানুষভুক জলহস্তী, ব্রিটিশ শাসিত দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তালাইনভু গ্রামে শাবক হারানো মা প্যাঙ্চারের হিংস্রতা নিয়ে লেখা ‘জেহাদ’, ‘আঁধার রাতের পথিক’ গল্পে আমেরিকার ফ্ল্যাটহেড নামক পার্বত্য অঞ্চলে বুড়ো নামে পুমা, ব্রিটিশ গায়নার হাইড পার্ক অঞ্চলে কেম্যান নামে দানবাকার কুমীর, ‘দুঃস্বপ্নের রাত’ গল্পে আফ্রিকার সিংহ, ‘অস্ট্রেলিয়ার লাল আতঙ্ক’ গল্পে অস্ট্রেলিয়ার বুনো কুকুর ডিংগো, ‘তাইগররো’ উপন্যাসে দক্ষিণ আমেরিকার জাগুয়ার, ‘দ্বীপ’ গল্পে তাহিতি দ্বীপের ভয়ংকর বিড়াল, ‘সীমান্তের বিভীষিকা’ গল্পে বৃহত্তম অজগর অ্যানাকোন্ডা, ‘বিশ শতকের রূপকথার ড্রাগন’ গল্পে জাভা দ্বীপপুঞ্জে মাংসাশী অতিকায় গিরগিটি বা ড্রাগন, ‘বানরসেনার বন্দি’ গল্পে ইথিওপিয়ার জঙ্গলের ভয়ংকর বেবুন – অসংখ্য অজানা প্রাণীর স্বভাব ও শক্তির ভয়াবহতা প্রকাশিত হয়েছে ময়ূখ চৌধুরীর রচনায়। যে সময়ে তিনি কথাসাহিত্য লিখতেন, সে সময়ে বিচিত্র জন্তু এবং তাদের স্বভাববৈশিষ্ট্য এত পরিচিত ছিল না। তাই, তথ্যের দিক থেকে গল্পগুলি তো আকর্ষণ তৈরি করতই; তার ওপর তাঁর অপূর্ব কাব্যগুণ সমন্বিত বলিষ্ঠ ঋজু ভাষা কাহিনিগুলিকে অনবদ্য করে তুলেছিল। আরণ্যক মানুষের মতো অরণ্য-পশুর জীবনও সংকটসংকুল। জানোয়ারকে নায়ক বা নায়িকা করে ময়ূখ চৌধুরী জঙ্গল কাহিনিকে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। আলাস্কার বিস্তীর্ণ তুষারাবৃত তুন্দ্রা অঞ্চলে স্নেজগাড়ির বাহক হাফি কুকুর মামালুজের শক্তি, সাহস ও প্রভুভক্তি নিয়ে লেখা তাঁর কাহিনি ‘নরকের প্রহরী’। প্রভুর প্রাণ বাঁচানোর জন্য তুন্দ্রা অঞ্চলের ভয়াবহ শীতে দস্যু এবং বুনো জানোয়ারদের আক্রমণের সঙ্গে প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করেছে মামালুজ। ‘একটি নায়কের কাহিনি’ ও আলাস্কা অঞ্চলে স্নেজবাহী কুকুর কেনাই-য়ের গল্প যে জীবন বিপন্ন করেও দুর্ঘর্ষ বাদামি ভাল্লুকের হাত থেকে তার প্রভুর জীবন বাঁচায়। ‘পলাতক গুন্ডা’ উপন্যাসে আফ্রিকার ওয়াট হগ জাতের বন্য শূকর ঘটনাচক্রে বাংলাদেশের একটি জমিদার পরিবারে পালিত হয়েছিল। জঙ্গলে ফিরে যাবার পরে অজানা বন্য পরিবেশে তার জীবন ধারণের লড়াই নিয়ে রচিত হয়েছে এই গল্প। গুন্ডার স্বভাবের সৌন্দর্য এই গল্পের একটি বড় সম্পদ। মামালুজের মতোই গুন্ডা প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী এবং স্নেহাতুর চরিত্রের জানোয়ার। জানোয়ারের স্বভাবের সারল্যকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বারবার ফুটিয়ে তুলেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। ফলত, এই জানোয়ারের কাহিনিগুলি শুধু কিছু তথ্যসম্বলিত রোমাঞ্চকর বিষয় হয়ে থাকেনি। অজানা এক বিশ্বের প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পগুলি মধ্যে।

এছাড়াও শিকারের বিভিন্ন কৌশল এবং প্রণালী নিয়ে ময়ূখ চৌধুরীর একাধিক গল্প আছে। ‘দ্বৈরথ’ গল্পের পটভূমি পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের অরণ্য। বনতাড়ুয়া এবং বিটদের সাহায্যে পশুকে জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এসে সাহেবরা কীভাবে তাদের শিকারের শখ পূরণ করতো তার কাহিনি আছে ভল্লুক শিকার সংক্রান্ত এই গল্পে। ‘নয়টি ছুরির মালিক’ গল্পে আমেরিকার ধূর্ত মার্জার পুমার বিচিত্র আক্রমণাত্মক কৌশলের কথা আছে। নিরীহ বলে পরিচিত এই প্রাণী তার নিজের প্রকৃতিতে কতটা ভয়ংকর তার পরিচয় পাওয়া যায় বিল ব্রায়ান্টের সঙ্গে তার সংঘর্ষের বর্ণনায়। ‘ডুয়েল’ সিরিজে আছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হিংস্র জন্তুর সঙ্গে শিকারির সংঘর্ষ এবং দ্বন্দ্বের গল্প। জাগুয়ার-সন্ধানী ও সুন্দরী জেসুসিতা লোপেজ ‘ডুয়েল’-এর একটি অন্যতম চরিত্র। শিকারের মতো শিকারির চরিত্রও ময়ূখ চৌধুরীর গল্পে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। ‘গ্লাডিটোরের মৃত্যু নেই’ গল্পের চার্লস কটার, ‘মার্জারের অপমৃত্যু’ গল্পের ডেল লী, ‘গল্পের চেয়েও ভয়ংকর’ গল্পের কাফাতো, ‘কায়না’ উপন্যাসের আভিলিও গান্ভি, ‘মৃত্যুপুরীর দূত’ উপন্যাসের ফ্রাঙ্ক নোভাক প্রভৃতি চরিত্রগুলি শিকারীর বিশেষ মনোবৃত্তি; মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করার ক্ষমতা ও সাহসকে প্রকাশ করে। ‘মরণ খেলার খেলোয়াড়’-এ শ্বেতাঙ্গ শিকারী হল্টন ম্যাককোয়েডের অসাধারণ বীরত্বের কথা শুনিয়েছেন ময়ূখ চৌধুরী যেখানে চীনের হুইলাই অঞ্চলে

নরখাদক বাঘের হাত থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। স্বার্থহীন মানবিকতা শ্রেষ্ঠ শিকারির একটি বিশেষ গুণ; হন্টন ম্যাককোয়েডের চরিত্রে যা ধরা পড়েছে।

ময়ূখ চৌধুরীর জঙ্গলের কাহিনি ছিল চিত্রকর এবং একজন অসাধারণ আলংকারিকের বলিষ্ঠ রেখায় আঁকা, চিত্ররূপময় কথাকাব্য। শুধু জানোয়ারের বিবরণমাত্র নয়, অরণ্যসন্তানদের শারীরিক-মানসিক অভিব্যক্তি, মনস্তত্ত্ব ও জীবনসংগ্রামকে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি দিয়েছিলেন তিনি। রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর জাঙ্গল বুক অনুবাদ করেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। তাঁর নিজের লেখাও ‘জাঙ্গল বুক’-এর মহাকাব্যিক বিস্তারের থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না।

ময়ূখ চৌধুরী লিখেছিলেন বিচিত্র বর্ণের কাহিনি। সংখ্যায় কম হলেও অলৌকিককে যখন তিনি ব্যবহার করেছেন থ্রিলারের উপাদান হিসেবে তখন তা অনন্য হয়ে উঠেছে। ‘রাত্রির সন্তান’ এমনই একটি সার্কাস ভিত্তিক থ্রিলার। এই উপন্যাসে জোসেফ নামে এক নিষ্ঠুর আত্মা একটি কালো জাণ্ডারের মধ্যে বাস করে এবং তাকে বশীভূত করে বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত হয়। এই ভয়াল গল্পটির সঙ্গে সার্কাসের ট্রেনার অঞ্জন চৌধুরীর অতীত জীবনের রহস্য মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই উপন্যাসের টানটান প্লট। ‘দুর্যোধনের গদা’ নামে ভৌতিক গল্পে শুধু নিসর্গপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করেই তিনি বিভীষিকাকে উত্তুঙ্গ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়াও, কল্পবিজ্ঞানকে অবলম্বন করে ময়ূখ চৌধুরী লিখেছিলেন ‘অধ্যাপক ত্রিবেদীর বিচিত্র কীর্তি’। মানুষকে গাছের রহস্যে মোড়া এই উপন্যাসও চমক এবং বিভীষিকাময়।

বস্তুত, ময়ূখ চৌধুরী লিখতেন মহাজীবনের গল্প। তাঁর কথাসাহিত্যে ছিল মহাকাব্যিক ভাষার বিন্যাস। সংকটপূর্ণ প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিপুল জীবনীশক্তিকে অনুভব তাঁর রচনার এক মৌল বৈশিষ্ট্য। ভাষা এবং বিষয়ের এই বলিষ্ঠতা তাঁর তৈরি চরিত্রগুলিকে দিয়েছিল এক আশ্চর্য ঋজু অবয়ব। ‘তাইগররো’-র শাশা সিমেল, ‘কায়না’-র আন্তিলিও গান্ভি, ‘দেবী দর্শন’-এর দেবী চৌধুরানী, ‘শেরউড বনের পলাতক’ উপন্যাসের রবিনহুড, ‘সংখ্যার নাম চার’ উপন্যাসের রুদ্রদমন - প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই বিপুল জীবনীশক্তিকে পাওয়া যায়।

‘দেবীদর্শন’ ময়ূখ চৌধুরী-র লেখা একটি আশ্চর্য বড়গল্প যার অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবী চৌধুরানী। বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রাক্কালে অরাজক অবস্থা এবং দস্যুবৃত্তির সুবর্ণ সময়ে উদ্ভববঙ্গে দেবী চৌধুরানীর উত্থান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে ঘিরে যেমন প্রচলিত আঞ্চলিক মিথ আছে, তেমনই আছে বঙ্কিমচন্দ্রের কালজয়ী উপন্যাস ‘দেবী চৌধুরানী’। ময়ূখ চৌধুরীর কাহিনিতে দেবী উপস্থিত হয়েছেন বাংলার অত্যাচারিত বিদ্রোহী কৃষকদের প্রগাঢ় ধী-শক্তি সম্পন্ন দুঃসাহসী নেত্রী হিসেবে। ‘শেরউড বনের পলাতক’ উপন্যাসে রবিনহুড চিত্রটিও তিনি এভাবেই পুনর্নির্মিত করেছেন যেখানে অরণ্যজীবন ও দস্যুবৃত্তির আড়ালে তার অনন্যসাধারণ চারিত্র্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শিকার কাহিনির মতোই ময়ূখ চৌধুরীর প্রিয় ছিল ইতিহাসের কাহিনি। তাঁর শিকার কাহিনির মধ্যেও সমসাময়িকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের সময়ে অরণ্য অঞ্চলগুলির অস্থির অবস্থা ময়ূখ চৌধুরীর বেশ কতগুলি শিকারের গল্পে উঠে এসেছে। ‘অগ্নিপরীক্ষা’ গল্পে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অরণ্য অঞ্চলে আফ্রিকার আদিবাসীদের আক্রমণের মুখে পড়া ফরাসি, জার্মান ও আমেরিকান সৈন্যদের কথা রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা শত্রু, আফ্রিকার ভয়ঙ্কর অরণ্যভূমিতে ম্যাঙ্গবেটু নিগ্রো এবং নরখাদক পিপীলিকা ড্রাইভার অ্যান্টের কবলে পড়ে সেই জার্মান এবং আমেরিকান সৈনিকরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যায়। ‘সবজাতার শান্তি’, ‘টারজানের প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘জনতার প্রতিনিধি’, ‘সংকেত’, ‘নিশানা নির্ভুল’, ‘ক্যারাটে মৃত্যুবাহী’ প্রভৃতি গল্পে প্রেক্ষাপট হিসেবে সমকালীন দেশ-কাল ব্যবহৃত হয়েছে। সমসাময়িক সমাজ এবং রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর ইতিহাসকে দেখার দৃষ্টি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পড়েছে তাঁর বেশ কিছু কথাসাহিত্যে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। যে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেমেন্দ্রকুমার ইতিহাসকে প্রায় তথ্য অবিকৃত রেখেই উপন্যাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতেন, তার প্রভাব ময়ূখ চৌধুরীর ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যেও দেখা যায়। তাঁর রচিত প্রথম ঐতিহাসিক গল্প ‘নায়কের জন্ম’ মারাঠা উত্থান নিয়ে লেখা। এই গল্পেও দেখা যায় ঐতিহাসিক প্রসঙ্গগুলিকে অবিকৃত রাখতে চেষ্টা করেছেন ময়ূখ চৌধুরী। ইতিহাসের যে অংশে রোমান্স এবং অ্যাকশন উপস্থাপনের সুযোগ আছে, সেই কাহিনি সূত্রই অধিক আকর্ষণ করত তাঁকে। ইতিহাসের রহস্য ও রোমাঞ্চের মধ্যেই তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞানকে নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করার ধী-শক্তি ছিল তাঁর। তাই এই ঐতিহাসিক

উপন্যাসগুলি আসলে হয়ে উঠেছে পোলিটিক্যাল থ্রিলার যা বাংলা সাহিত্যে ময়ূখ চৌধুরীর আগে কেউই লেখেননি। তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সংখ্যার নাম চার' ছিল শ্রাবস্তীর রাজা রুদ্রদমন ও দস্যু পরন্তপের কাহিনি যা নিয়ে জনপ্রিয় কমিকস সিরিজ রচনা করেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। এটিও একটি রাজনৈতিক রহস্য-রোমাঞ্চকাহিনি যা বাংলা কিশোরসাহিত্যে অভূতপূর্ব ছিল। শ্রাবস্তীর মহারাজ রুদ্রদমন তাঁর রাজ্যকে আভ্যন্তরীণ শত্রু ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে ছদ্মবেশে বিভিন্ন ভূমিকায় অপরাধীর সন্ধান করেন। যে অপরাধী আত্মসমর্পণ করে না, ইন্ডের বজ্রচিহ্নিত রাজবাণে তাকে নিহত হতে দেখা যায়। পরন্তপের জন্য রুদ্রদমনের এই রোমাঞ্চকর অনুসন্ধান নিয়েই 'সংখ্যার নাম চার' উপন্যাস। 'একদা আর্ষাবর্তে' গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হত রাজ্য পুনরুদ্ধারের কাহিনি। বিষয়ের দিক থেকে এই রচনার মধ্যে হেমেন্দ্রকুমারের প্রভাব সুস্পষ্ট হলেও ময়ূখ চৌধুরীর নিজস্ব ভাষারীতি, নাটকীয় সংলাপ এবং চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমের কঠিন নিয়ম প্রচলিত থাকায় ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অস্পৃশ্যতা যে প্রকট হতে পেরেছিল এবং বিদেশির কাছে সামগ্রিক পরাজয়ের এটি একটি মূল কারণ ছিল - এই সত্যের ওপর ময়ূখ চৌধুরী আলোকপাত করেছেন। এখানে দেখা গেছে বাহ্লিক রাজ্যের রাজকন্যা বীরঙ্গনা ছায়া অনার্য হওয়ায় সরাইখানায় তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়নি। এই উপন্যাসের পরবর্তী সংযোজক উপন্যাস 'শায়ক'-এ অনার্য বিদ্রোহী প্রজাদের সাহায্যে সংহতিপূর্ণ রাষ্ট্র তৈরির বর্ণনা আছে। রাহুল, ক্ষুদ্রক, বজ্র, মঘবা প্রকৃতি অনার্য চরিত্রগুলি ভারতবর্ষের চিরন্তন অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভারতবর্ষ যে অনার্যদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ - এই দুটি উপন্যাস থেকেই তা অনুধাবন করা যায়। শুধু তাই নয়, এক সমস্যাংকুল ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের মধ্যে নারীর অবস্থানের সংকটকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন ময়ূখ চৌধুরী। গ্রিক সৈন্যদের দ্বারা তড়িত চন্দ্রাবতী তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিদেশি শত্রুর আক্রমণে নারীর সম্মুখে যে কতদূর পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল কিশোরসাহিত্যে তার দৃশ্য উপস্থাপিত করে ময়ূখ চৌধুরী নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছিলেন। এর পাশাপাশি অসিচালনা, মল্লবিদ্যা এবং সৈন্যবাহিনী পরিচালনায় দক্ষ বাহ্লিক রাজ্যের রাজকুমারী ছায়ার চরিত্রটিও অংকন করেছিলেন তিনি। আবার, ভারতবর্ষে প্রভূত পরিমাণ মিথ প্রচলিত আছে যাকে নিয়ে সেই দ্বিগ্বিধী গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার অ্যাগাসাসের ছদ্মবেশে অপূর্ব নাটকীয়তার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছেন এই উপন্যাসে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের প্রভাবে রচিত হলেও এই স্বাতন্ত্র্যগুলিতে হেমেন্দ্রকুমারকে অনেকদূর ছাপিয়ে গিয়েছেন ময়ূখ চৌধুরী।

কিশোর সাহিত্যিকের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ একের পর এক উত্তেজনাপূর্ণ, অ্যাকশনধর্মী অথচ শিক্ষামূলক রচনা ছোটোদের উপহার দিয়ে যাওয়া। কিশোরসাহিত্যের বাজার শুধু উৎকর্ষ নয়, প্রাচুর্যও দাবি করে। ময়ূখ চৌধুরী প্রগাঢ়ভাবে পেশাদার কিশোরসাহিত্যিক ছিলেন। কিন্তু এই অবিরল লিখে যাওয়ার কারণে তাঁর কথাসাহিত্যের উৎকর্ষ এতটুকুও ব্যাহত হয়নি। বৈচিত্র্য এবং উৎকর্ষ - উভয় দিক থেকেই তাঁর রচনা বাংলা কিশোর সাহিত্যে আলোড়ন নিয়ে এসেছিল।

কথাসাহিত্যের মতোই, ময়ূখ চৌধুরীর কমিকসের বিষয়কেও প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - শিকারকাহিনি এবং ইতিহাসভিত্তিক কাহিনি। Animal drawing এবং action drawing - এই দুটির উপর ভিত্তি করেই তাঁর চিত্রকাহিনি তৈরি হয়ে উঠেছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন ময়ূখ চৌধুরী কমিকস সমগ্র প্রথম খণ্ডের সম্পাদক দেবাশিস সেন।^৮

এই দুটি বিষয়ে সাহায্য করেছিল বিভিন্ন প্রাণীর এ্যানাটমী সম্পর্কে ময়ূখ চৌধুরীর ব্যাপক পড়াশোনা ও জ্ঞান। তাঁর চিত্রকাহিনিতে প্রাণীর অবয়ব কার্টুনের মত আঁকাবাঁকা আকৃতির নয়। Realistic painting-এর দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। কার্টুন শিল্পী চণ্ডী লাহিড়ী তাঁর ছবিতে টারজান, জোরো, ফ্যান্টম প্রভৃতি কমিকসের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন; বিদেশি অ্যাকশন সিনেমার প্রভাবের কথাও বলেছেন।^৯ এইসবই কিছু প্রভাব হয়তো ফেলেছিল কিন্তু উত্তর বিষয়কাহিনী সম্পূর্ণ বৈদেশিক প্রভাব মুক্ত এবং বড়দের পত্রিকায় রচিত কমিকসহ ময়ূখ চৌধুরী সব চিত্রকাহিনীই আসলে কিশোরসাহিত্যেরই অন্তর্গত।

ময়ূখ চৌধুরীর কমিকস শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চারটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায় -

১. একটি গল্প সুন্দর করে উপস্থাপন করার ক্ষমতা।

২. দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তি অর্থাৎ শর্ট ডিভিশন বা দৃশ্যবিভাজনের দক্ষতা।

৩. উৎকৃষ্ট ড্রয়িং।

৪. সংলাপ রচনার দক্ষতা।

ময়ূখ চৌধুরীর কথাসাহিত্যের মতো তাঁর কমিকসেও মহাকাব্যিক পরিব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ কমিকসের মতো তাঁর চিত্রকাহিনি সম্পূর্ণ ছবি নির্ভর নয়। রেখা এবং লেখা - এই দুইয়ের সমান ভূমিকা আছে ময়ূখ চৌধুরীর চিত্রকাহিনিতে। অনেকসময় তিনি কথাসাহিত্যগুলিকেই চিত্রকাহিনিতে রূপ দিয়েছিলেন। যেমন - ‘একদা আর্ঘ্যবর্তে’ উপন্যাস থেকে সৃষ্টি করেছিলেন চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে লেখা কমিকস ‘ছদ্মবেশী’। ‘নায়কের জন্ম’ থেকে তৈরি করেছিলেন মারাঠা সাম্রাজ্যের উপর আধারিত ‘দুরন্ত কাহিনী’। ‘শেরউড বনের পলাতক’ থেকে সৃষ্টি হয়েছে রবিনহুডের একাধিক কমিকস। বিখ্যাত শিকারকাহিনি ‘শয়তানের দ্বীপ’ - কেও ময়ূখ চৌধুরী কমিকসে রূপান্তরিত করেছিলেন।

শিকার-কমিকস রচনায় ময়ূখ চৌধুরী যে একেবারেই পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন না তা তাঁর বিষয় নির্বাচন দেখেই বোঝা যায়। ‘কমিকস যখন গল্প বলে!’ প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের অনুকরণে কমিকস রচনা করার প্রচলের বিরুদ্ধে ময়ূখ চৌধুরী বলেছেন -

“বিদেশি গল্পকে দেশি খাঁচে ঢেলে দুর্বল ড্রয়িং-এর সাহায্যে পাঠককে খুশি করার যেসব হাস্যকর প্রয়াস দেখতে পাই, সেগুলো না করে স্বদেশের মৌলিক কাহিনি ভিত্তি করে বিদেশি টেকনিক বা আঙ্গিক যথাযথভাবে অবলম্বন করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।”^{১০}

‘বঙ্গদেশের রঙ্গ’ কমিকসে তিনি বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাঙালি সার্কাস মালিক কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনের একটি কাল্পনিক ঘটনাকে। ব্রাজিলের বনে পালিয়ে যাওয়া বাঘ রঙ্গলালকে উদ্ধার করতে গিয়ে জাণ্ডয়ারের সঙ্গে সুরেশ বিশ্বাসের সংঘর্ষ এই চিত্রকাহিনির বিষয়। বাঙালি সার্কাস নায়ক সুরেশ বিশ্বাসকে বাঙালি সমাজজীবন ভালো করে চেনেই না। এই পরম বীরপুরুষ ভারতীয় সার্কাসের পথপ্রদর্শকই যে শুধু ছিলেন তা নয়; তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। ব্রাজিলের সেনাবাহিনীতে তিনি বহুবছর লড়াই করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার উপরই এই কাল্পনিক কমিকসটি নির্মিত হয়েছে। একটি স্বল্প পরিসরে শেষ হওয়া কমিকস স্ট্রিপেও ময়ূখ চৌধুরী যে কতখানি ঐতিহাসিকতা অবলম্বন করতেন ‘বঙ্গদেশের রঙ্গ’ তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর শিকারসংক্রান্ত কমিকস কখনো এই ঐতিহাসিকতা থেকে ব্যবচ্ছিন্ন হয়নি। ‘রক্তাক্ত মানচিত্র’ - এর শুরুতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক চিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে ময়ূখ চৌধুরী লিখেছেন -

“১৯৩৭ সাল। সমগ্র পৃথিবীর বুকে আসন্ন দুর্যোগের ভয়াবহ ইঙ্গিত - অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত উপর থেকে সবকিছু মনে হয় শান্ত কিন্তু ভিতরে ভিতরে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি - ফ্যাসিস্ট ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে ইউরোপ এবং আমেরিকা, উপনিবেশগুলি হয়ে উঠেছে চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, - আফ্রিকার গভীর অরণ্যেও চলছে সেই নরমেধ যজ্ঞের সূচনা...”^{১১}

বিচিত্র পশুরা স্থান পেয়েছে ময়ূখ চৌধুরীর চিত্রকাহিনিতে। ‘বঙ্গদেশের রঙ্গ’ - এ জাণ্ডয়ার ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার; শয়তানের দ্বীপে বুনো শয়োর; ‘রক্তাক্ত মানচিত্র’-এ সিংহ; ‘ঋণশোধ’ - এ কালো চিতা, হায়া ও পাইথন; ‘ফাঁদ’-এ চিতা; ‘মবোগো’-তে জিরাফ, লেপার্ড, সিংহ ও বন্য মহিষ কেপ বাফেলো; ‘পেক্কা’-য় গভার; ‘রূপকথা নয়’-তে অতিকায় মাংসাশী ড্রাগন; ‘পদক্ষেপ’-এ প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর ম্যামথ, রোমশ গভার, বাইসন অধ্যুষিত জগৎ চিত্রিত হয়েছে। জানোয়ারের অবয়ব রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। জানোয়ারের শরীরী সঞ্চালন দেখার জন্য ময়ূখ চৌধুরী চিড়িয়াখানায় কাটাতেন ঘন্টার পর ঘন্টা।^{১২} শিকার ধরা, আত্মরক্ষা, আত্মগোপন করা, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, হিংস্রতা, প্রভুভক্তি প্রভৃতি বিচিত্র সময়ে পশুদের অঙ্গভাষার বৈচিত্র্য অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রের রূপ দিতে পারতেন তিনি। তাঁর কমিকসের জানোয়াররা প্রায় জীবন্ত জানোয়ারদের মতোই সাবলীল ও সুন্দর।

বহু সময় জানোয়ারেরা হয়ে উঠেছে তাঁর কমিকসের নাম-পরিচয় বিশিষ্ট চরিত্র। ‘পেক্কা’-র জিরাফ দলপতি পেককা, ‘প্রান্তরে মৃত্যুর হানা’-র গৃহপালিত ঘোড়া হীরো আর বন্য ঘোড়া চিনুক, ‘বঙ্গদেশের রঙ্গ’-এর রয়েল বেঙ্গল টাইগার

রঙ্গলাল তার বিশিষ্ট উদাহরণ। এই জানোয়াররা তাদের বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক আবেগসহ উপস্থিত হয়েছে ময়ূখ চৌধুরীর কমিকসে। কখনো কখনো মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের সম্পর্কের দৃশ্যাবলী উঠে এসেছে ময়ূখ চৌধুরীর রেখা ও লেখায়। জানোয়ারের জীবনের বিপন্নতা নিয়ে লেখা তাঁর কমিকস ‘বনবাসী বন্ধু’-তে ব্রিটিশ উপনিবেশ আফ্রিকায় চোরাকারিদের হাত থেকে বন্য জন্তুদের উদ্ধার করার জন্য যান জন মাইকেল। পোচারদের ফাঁদ থেকে উদ্ধার করা একটি সিংহ তাঁকে বাঁচায় লেপার্ড এবং হিংস্র কুকুরদের হাত থেকে।

শিকারকাহিনির পাশে তাঁর ঐতিহাসিক কমিকসের সংখ্যা কিছু কম। কথাসাহিত্যের মতোই ময়ূখ চৌধুরীর ঐতিহাসিক কমিকসেও মূলত তিনটি চরিত্র - চন্দ্রগুপ্ত, রবিনহুড এবং রুদ্রদমন। ময়ূখ চৌধুরীর ঐতিহাসিক কমিকসে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে রুদ্রদমনের কাহিনি। শ্রাবস্তীর রাজা রুদ্রদমনকে বিভিন্ন ছদ্মবেশে দেখিয়েছেন ময়ূখ চৌধুরী। দস্যু পরশুপের সন্ধানে রুদ্রদমনের অভিযানগুলি বিভিন্ন রহস্যময়তায় মোড়া। কমিকসের একটি প্রধান আকর্ষণী শক্তি যে রহস্যময়তা, তা ময়ূর চৌধুরীর রুদ্রদমন সিরিজ থেকে বাংলা কমিকস সাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে যায়। রুদ্রদমন সিরিজ যেমন রহস্যপ্রধান, তেমনই তাঁর অ্যাকশন-কমিকসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রবিনহুড। এই কমিকসে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, অস্ত্র চালনা এবং সম্মুখ-সংগ্রামের দৃশ্য বহুল পরিমাণে আঁকতে পেরেছিলেন তিনি। কমিকসের জাম্পকাট রীতি রবিনহুডেই তিনি সর্বাধিক ব্যবহার করেছিলেন। যার ফলে সম্মুখ-যুদ্ধের দৃশ্যগুলি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেশ কতগুলি অ্যাকশন-কমিকস তৈরি করেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। চন্দ্রনাথ বসু এবং ভূপতি মুখার্জির দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা রক্তমাখা চাঁদ আধারিত হয়েছিল তরাই এর জঙ্গলে। ‘আগন্তুক’-এর প্রেক্ষাপট কলকাতা শহর।

কিছু অন্য ধরার কমিকস স্ট্রিপ রয়েছে ময়ূখ চৌধুরীর। ‘ম্যাকডোনাল্ড’, ‘ইতিহাসে অস্ত্র’ প্রভৃতি তার উদাহরণ। ‘ইতিহাসে অস্ত্র’ কমিকসে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে কামানের ব্যবহার, ইউরোপে প্রথম রণহস্তীর ব্যবহার, কামান চালানোয় প্রথম বেলুনের ব্যবহার প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে কমিকসের আকৃতি দিয়েছেন ময়ূখ চৌধুরী। স্বল্প পরিসরে কল্পবিজ্ঞানকেও কখনো কখনো কমিকসের আকৃতি দিয়েছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। ‘স্মারক’, ‘যাত্রী’, ‘অধ্যাপক ত্রিবেদীর বিচিত্র কীর্তি’-র মতো কমিকসে কল্পবিজ্ঞানকে রূপ দিয়েছেন ময়ূখ চৌধুরী। ‘অতিথি’ কমিকসের অন্যতম চরিত্র দেবশিশু তথা ইবসিম এসেছে ইউরেনাস গ্রহ থেকে।

ময়ূখ চৌধুরীর বহু কমিকসে মেয়েদের চরিত্র দেখা যায়। ‘বন্ধু’, ‘মুক্তি পেল রতনলাল’-এর প্রধান চরিত্র মেয়েরাই। যদিও কোনো অ্যাকশন কমিকসেই মেয়েদের ভূমিকা ময়ূখ চৌধুরী অঙ্কন করেননি। এমনকি, ‘একদা আর্যাবর্তে’ থেকে তৈরি কমিকস ‘ছদ্মবেশীতে’-ও নারী চরিত্র নেই। অথচ উপন্যাসটিতে বাহ্লিক রাজকন্যা ছায়ার মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দৃশ্য পর্যন্ত অঙ্কিত হয়েছে। ময়ূখ চৌধুরীর কমিকস আশ্চর্যভাবে মেয়েদের শরীরী অভিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত।

বাংলার প্রেক্ষাপটে তিনি সামাজিক বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন বেশ কিছু কমিকস। ‘অন্ধ মাকড়শা’-য় কর্মহীন যুবকের চৌর্যবৃত্তি গ্রহণকে কমিকসে রূপ দিয়েছেন। ‘আগন্তুক’-এ কলকাতার বুকেই মুষ্টিযুদ্ধকে বিষয় করে তুলেছেন। জয়ন্ত, নির্মল, উপেন, শ্যামলালের মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্যগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ব্যক্তিগত জীবনে বক্সিং-এ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। ‘আগন্তুক’-এ তাঁর বক্সার জীবনের ছায়া পড়েছে।

বাংলার প্রেক্ষাপটে তৈরি ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ ময়ূখ চৌধুরীর একটি অনন্য সাধারণ কমিকস। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের ওপর আধারিত এই কমিকসে ময়ূখ চৌধুরী উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণকে তুলে ধরেছেন চিত্রকাহিনির মাধ্যমে। বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ করার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর নেমে আসা সামাজিক আক্রমণ ও তাঁর অতুলনীয় চারিত্র্যশক্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন ময়ূখ চৌধুরী। বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিত্রটিও তিনি অনন্য সাধারণ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। বর্ণপরিচয় প্রণেতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষা সাহিত্যের অবদান পর্যন্ত এই কমিকসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ময়ূখ চৌধুরী। চিত্রকাহিনিতে বাংলার এক বিশেষ সময়ের আলোকসন্ধানকে প্রায় সংগ্রামের মর্যাদা দিয়ে দেখিয়েছেন তিনি। ময়ূখ চৌধুরী যে পাশ্চাত্যের অনুকরণে কমিকস সৃষ্টি করেননি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিকস ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’।

ময়ূখ চৌধুরী কমিকসের জগতে বার্ন হোগার্থের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বার্ন হোগার্থ তাঁর কাছে ছিলেন কমিকস দুনিয়ার মাইকেল এঞ্জেলো।^{১০} কিন্তু, অংকনশৈলীকে অনুসরণ করলেও ময়ূখ চৌধুরীর কমিকসকে বলিষ্ঠতা দিয়েছিল দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অপূর্ব সংলাপ রচনার দক্ষতা। কমিকসে অনেকেই সংলাপের প্রাচুর্যকে একটি দুর্বলতা বলে মনে করেন; কিন্তু ময়ূখ চৌধুরী দেখিয়েছেন এই শিল্পকে মহাকাব্যিক পরিব্যাপ্তি দিতে গেলে দৃশ্যের মতো সংলাপকেও একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। তাঁর সংলাপ রচনার পদ্ধতি এবং লেটারিংয়ের বৈশিষ্ট্যও ছিল খুব উল্লেখযোগ্য। লেটারিংয়ে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য এনেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। ব্যবহার করেছিলেন বিচিত্র ফন্ট এবং উচ্চারণের তারতম্য অনুযায়ী তাকে উপস্থাপিত করার কৌশল। সব মিলিয়ে কমিকসে দৃশ্যের পাশাপাশি সংলাপকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। কারণ তিনি শুধু কমিকস রচয়িতা ছিলেন না, ছিলেন একজন অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন কথাসাহিত্যিকও, যিনি বাংলা কিশোরসাহিত্যে এক স্বর্ণোজ্বল সময়কে ধারণ করেছিলেন।

Reference:

১. ‘গ্রন্থ প্রসঙ্গ’, ‘ময়ূখ চৌধুরী রচনাসমগ্র ১’, প্রথম প্রকাশ ২০১২, কলকাতা, লালমাটি, পৃ. ৪৭১
২. ঘোষ, শান্তনু, ‘অজানা ময়ূখ’, ‘ময়ূখ চৌধুরী কমিকস সমগ্র ৩’, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, কলকাতা, লালমাটি, পৃ. xiii
৩. তত্রৈব, পৃ. xv
৪. ‘গ্রন্থ প্রসঙ্গ’, ‘ময়ূখ চৌধুরী রচনাসমগ্র ১’, প্রথম প্রকাশ ২০১২, কলকাতা, লালমাটি, পৃ. ৪৭২
৫. আমেরিকার কথাসাহিত্যিক এডওয়ার্ড রাইজ বারোজের ‘Tarzan Of the Apes’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে।
৬. ১৮৯৪-এ ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয় রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর ছোটগল্প সংগ্রহ ‘The Jungle Book’.
৭. ঘোষ, শান্তনু, ‘অজানা ময়ূখ’, ‘ময়ূখ চৌধুরী কমিকস সমগ্র ৩’, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, কলকাতা, লালমাটি, পৃ. xv
৮. সেন, দেবাশিস, ‘কমিকস সাহিত্যিক ময়ূখ চৌধুরী’, ‘ময়ূখ চৌধুরীর কমিক সমগ্র ১’, প্রথম সং ২০১২, কলকাতা, লালমাটি, পৃ. ৬
৯. চণ্ডী লাহিড়ী, ‘কিছু কথা’, তত্রৈব, পৃ. ১০
১০. চৌধুরী, ময়ূখ, ‘কমিকস যখন গল্প বলে!’, ‘ময়ূখ চৌধুরী কমিকস সমগ্র ৩’, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, কলকাতা, লালমাটি, পৃ. x
১১. চৌধুরী, ময়ূখ, ‘রক্তাক্ত মানচিত্র’, ‘ময়ূখ চৌধুরী কমিকস সমগ্র ১’, প্রথম সং ২০১২, কলকাতা, লালমাটি, পৃ. ৪৫
১২. সেন, দেবাশিস, ‘কমিকস-সাহিত্যিক ময়ূখ চৌধুরী’, ‘ময়ূখ চৌধুরী রচনাসমগ্র ১’, প্রথম প্রকাশ ২০১২, কলকাতা, লালমাটি, পৃ. ৫
১৩. চৌধুরী, ময়ূখ, ‘কমিকস যখন গল্প বলে!’, ‘ময়ূখ চৌধুরী কমিকস সমগ্র ৩’, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, কলকাতা, লালমাটি, পৃ. x